দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 31 JUL 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক

উন্নত দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষায় মহিলা শিক্ষকরাই সংখ্যায় সর্বাধিক। কোন কোনটিতে শতকরা ৯০/৯৫ ভাগই মহিলা শিক্ষক। এ দেশগুলোতে মেয়েদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বাধিক সংখ্যায় ও ব্যাপকভাবে নিয়োগদান করা হয়েছে বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে এবং তন্মধ্যে মনোবিজ্ঞানসম্মত কারণটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুরা কচিপ্রাণ। তারা শিশু বয়সে মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিচিত পরিবেশ, নিজ বাড়ীঘর সব ফেলে রেখে বিদ্যালয়ে আসে। যে শিশু মা-বোন ও আত্মীয়-স্বজনকে বাড়ীতে রেখে আসে তারা যদি বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষিকাদের দেখতে পায়, তাহলে শিশুরা স্কুলকে অপরিচিত ও ভয়ের বস্তু মনে করবে না। বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকদের মধ্যে বাড়ীতে ফেলে আসা মায়ের স্নেহ ও সান্নিধ্য তারা পাবে। আর, শিশুরা শিক্ষিকাদের নিকট মনের কথা যেরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে ও প্রকাশ করতে পারবে, পুরুষ শিক্ষকের নিকট তা পারবে না। অপরদিকে শিক্ষিকাও মায়েদের যত্ন, স্নেহ ও সান্নিধ্য দিয়ে কচি শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনে মনের দিক থেকে যে পুরুষদের অপেক্ষা অধিক অনুকূল পরিবেশ পাবে তা বলাই বাহুল্য।

বস্তুতঃ মেয়েরা মায়ের জাত আর শিশুদের মা-ঘেঁষা আরচণ ও জীবন সার্বজনীন। সে মায়ের স্থানে মহিলা শিক্ষকরাই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বিকল্প। বলতে হয়, প্রাথমিক শিক্ষাটা মায়েদের দ্বারাই, মায়ের স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা দ্বারা দিতে হয়, কচি-কোমল শিশুরা মেয়েদের কাছেই অধিক নিরাপদ বোধ করে এবং তার সান্নিধ্যে মাতৃস্নেহ ও পরশ পেয়ে তারা নির্ভীক চিত্তে লেখাপড়া শিখে।

মনে রাখা প্রয়োজন, লেখাপড়া মনের ব্যাপার। অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ মনে তা যেমন দিতে হয় তেমনি তা স্বতঃস্ফূর্ত মন দ্বারা গ্রহণও করতে হয়। মন যদি ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে তাহলে শুধু শিশু শিক্ষা কেন কোন শিক্ষাই সম্ভব নয়। তাই, বিষয়টির মনোবিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আধুনিক যুগে মেয়েদেরকে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাপক বা পুরোপুরিরূপেই শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের দেশেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় মেয়েদের নিয়োগের হার বর্তমানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন প্রাথমিক স্কুলে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকের নিয়োগ হার হচ্ছে ৫০ঃ৫০। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে আমাদের দেশের এই হার গত ৫/৬ বছর যাবত চালু হয়েছে। এর পূর্বে এখানে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের জন্য কোন নির্ধারিত হার বা কোটা ছিল না। তখন প্রাথমিক শিক্ষকতার কাজে পুরুষদেরই প্রায় ৯০ ভাগ সুযোগ ও অধিকার ছিল।

কিন্তু বর্তমানে মেয়েদের জন্য তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষকতায় ঢুকার সুযোগ অনেকটা অবারিত পর্যায়েরই বলা যায়। কেননা, আমাদের দেশে এসএসসি ও এইচএসসি পাস মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের প্রায় অর্ধেক। তাই, মেয়েদের জন্য এটি সৌভাগ্যের কথা যে, ছেলেদের তুলনায় সংখ্যায় প্রায় অর্ধেক হয়েও তারা প্রাথমিক শিক্ষকতার চাকরির কোটায় ৫০ঃ৫০-এ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উন্নত দেশে মেয়েদের চাকরির সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশ নিঃসন্দেহে অনেক বেশী ও সর্বোন্নত মানের। কিন্তু আমাদের দেশে সে সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত সীমিত, এবং পরিবেশও অনেক প্রতিকূল। দেশে গত ৪/৫ বছরে অনেক মেয়ে প্রাথমিক স্কুলের চাকরিতে ঢুকেছে। সেই প্রেক্ষিতে আমাদের সমাজে প্রাথমিক স্কুলগুলো শিক্ষিত মেয়েদের জন্য চাকরির প্রসারিত দ্বার খুলে দিয়েছে। তবে, তাদের চাকরি ক্ষেত্রে কয়েকটি বিরাট সমস্যা দেখা যাচ্ছে। সমস্যাগুলোর মধ্যে দুটো সমস্যাই প্রধান। একটি হচ্ছে, যাতায়াত ও অন্যটি হচ্ছে বাসস্থান সমস্যা।

দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে, গ্রামের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং সেরূপ থাকাটাই স্বাভাবিক।

তবে, অনেক জায়গায়ই রাস্তাঘাট নেই, থাকলেও আবার যানবাহন নেই। রাস্তাহীন স্কুলে হেঁটে গিয়ে বহুদূরে কাজ করাও মেয়েদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। তাছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকার জন্য বাসস্থানও পাওয়া যায় না। যোগাযোগ ও বাসস্থান সম্পর্কিত সমস্যার কারণে অনেক শিক্ষিকা নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছেন, অনেকে ঠিকমত চাকরি করতে পারছেন না। এই দুই সমস্যা এড়াবার জন্য শহর ও পৌর এলাকার স্কুলগুলোতে মেয়েদের বদলির চাপ, অত্যন্ত বেশী। পৌর ও শহর স্কুলগুলোতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধের চাপে পড়ে অনুপাতের বাহিরেও অনেক শিক্ষিকাকে পোস্টিং দিয়ে কর্মরত রাখতে দেখা যায়। ফলে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংখ্যানুপাতে শিক্ষক-শিক্ষিকা সমন্বয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

মহিলা শিক্ষকদের যাতায়াতের এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের এগিয়ে আসা উচিত। উপরন্তু উপজেলায় ও বড় বড় গ্রামে মেয়েদের জন্য সহজ বাসস্থান প্রাপ্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষ করে, প্রতি উপজেলায় কর্মজীবী মহিলাদের জন্য পৃথক হোস্টেল নির্মাণেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

—সিরাজ হক